''পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য সমুদয় ভান্ডারের খাতা সঞ্চয় করে সম্পন্ন করো''

আজ বাপদাদা কোন সভাকে দেখছেন? আজকের সভায় প্রত্যেক বাচ্চা হাইয়েস্ট এবং অবিনাশী ধন-ভান্ডার দ্বারা রিচেস্ট। দুনিয়ার লোকে যতই রিচেস্ট হোক কিন্তু সেটা এক জন্মের জন্য রিচেস্ট। এক জন্মও রিচেস্ট থাকবে কি থাকবে না, সেটাও নিশ্চিত নয়। ইন ওয়ার্ল্ড, যতই কেন রিচেস্ট হোক কিন্তু এক জন্মের জন্য, আর তোমরা নিশ্চয় আর নেশার সাথে বলো যে, আমরা অনেক জন্ম রিচেস্ট কেননা, তোমরা সবাই অবিনাশী ভান্ডারে সম্পন্ন। তোমরা সবাই জানো যে এই সময়ের পুরুষার্থ দ্বারা এক দিনের মধ্যেও অনেক উপার্জন করতে পারো। জানো তোমরা একদিনে তোমরা কত উপার্জন করতে পারো? হিসাব জানো তো না! গায়ন আছে, অনুভব আছে - 'এক কদমে পদ্ম'। তো একদিনে বাবা দ্বারা, বাবার নলেজ দ্বারা, স্মরণের দ্বারা প্রতি কদমে পদ্ম জমা হয়। তো সারাদিনে যত কদম স্মরণের দ্বারা গ্রহণ করো তত পদ্ম জমা করো। তো এমন উপার্জনকারী, ভান্ডার সঞ্চয়কারী বিশ্বে আর কেউ হবে! নাকি আছে? বিশ্ব পরিক্রমা করে এসো, তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ সঞ্চয় করতে পারে না। সেইজন্য বাবা বলেন, এই শ্রেষ্ঠ স্মৃতিতে থাকো যে আমরা সব আত্মার ভাগ্য পরম আত্মা দ্বারা এত শ্রেষ্ঠ হয়েছে!

নিজেদের ভান্ডার জানো তো না! সময়ের ভান্ডারকেও জানো যে এই সঙ্গমযুগের সময় কত শ্রেষ্ঠ, যে প্রাপ্তি প্রয়োজন তা' অধিকারী হয়ে বাবার থেকে নিচ্ছ। সব অধিকার প্রাপ্ত করে নিয়েছ তো না? এক একটা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প কত বড় ভান্ডার, সময়ও বড় ভান্ডার, সঙ্কল্পও বড় ভান্ডার। সর্বশক্তি সবচাইতে বড় ভান্ডার। একেক জ্ঞান-রত্ন কত বড় ভান্ডার! প্রতিটা গুণ কত বড় ভান্ডার! দুনিয়ার লোকেও মানে যে, শ্বাসে শ্বাসে স্মরণের দ্বারা শ্বাস সফল হয়। তো তোমাদের সকলের শ্বাস সফলতা স্বরূপ, ব্যর্থ নয়। প্রতিটা শ্বাসে সফলতার অধিকার সমাহিত হয়ে আছে। বাপদাদা সব বাচ্চাকে সমুদয় ভান্ডার একরকম দিয়েছেন।সবও দিয়েছেন আর সমানও দিয়েছেন। কাউকে এক গুন, কাউকে দশ গুন, কাউকে একশ' গুণ... এইরকম দেননি। দানকর্তা দাতা একেক বাচ্চাকে সর্ব-ভান্ডার ব্রাহ্মণ হওয়ার সাথে সাথেই সমান রূপে দিয়েছেন। কিন্তু ভান্ডার কতটা জমা করবে অথবা খুইয়ে ফেলবে, সেটা প্রত্যেকের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেককে চেক করতে হবে যে, আমি সারাদিনে কত জমা করি বা খুইয়ে দিই! চেক করো তোমরা? অবশ্যই চেক করতে হবে, কেননা এক জন্মের জন্য নয় বরং প্রতিটা জন্মের জন্য। অনেক জন্মের জন্য জমা হওয়া প্রয়োজন। জমা করার বিধি জানো তোমরা? খুব সহজ। শুধু বিন্দু লাগিয়ে যাও। বিন্দু যদি স্মরণে থাকে তবে সঞ্চয় হয়। যেমন, স্থূল ভান্ডারের ক্ষেত্রেও একের সাথে বিন্দু যদি দিতে থাকো তো বাড়তে থাকে, তাই না! তেমনই আত্মাও বিন্দু, বাবাও বিন্দু আর ড্রামাতে যা অতিবাহিত হয়েছে তা'ও ফুলস্টপ অর্থাৎ বিন্দু। যদি সমুদয় ভান্ডারকে বিন্দুরূপে স্মরণ করো তবে জমা হতে থাকে। অনুভব আছে তো না! বিন্দু লাগালে আর ভান্ডার ব্যর্থ হওয়া থেকে ক্রমান্বয়ে জমা হতে থাকে। কীভাবে বিন্দু লাগাতে হয় জানো তোমরা? অনেকবার এমন হয় বিন্দু লাগানোর যে চেষ্টাই করো তা' বিন্দুর পরিবর্তে লম্বা লাইন হয়ে যায়, বিন্দুর পরিবর্তে কোশ্চেন মার্ক হয়ে যায়, আশ্চর্যের লাইন লেগে যায়। তো সঞ্চয়ের খাতা বাড়ানোর সহজ বিধি হলো 'বিন্দু' আর খুইয়ে দেওয়ার রাস্তা হলো লম্বা লাইন টানা, কোশ্চেন মার্ক লাগানো, আশ্চর্যের মাত্রা লাগানো। সহজ কি? বিন্দু তো না! তো বিধি খুব সহজ - স্বমান আর বাবার স্মরণ তথা নিরর্থক-এ ফুলস্টপ লাগানো।

বাপদাদা আগেও বলেছেন - রোজ অমৃতবেলায় নিজে নিজেকে তিন বিন্দুর স্মৃতির তিলক লাগাও, তাহলে একটা ভান্ডারও ব্যর্থ যাবে না। সবসময়, সব ভান্ডার জমা হতে থাকবে। বাপদাদা সব বাচ্চার সব ভান্ডারের চার্ট দেখেছেন। তা'তে কী দেখেছেন? এখনও পর্যন্ত সঞ্চয়ের খাতা যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা হয়নি। সময়, সঙ্কল্প, বোল ব্যর্থও চলে যায়। চলতে চলতে কখনো সময়ের মহত্ব ইমার্জ রূপে কম হয়। যদি সময়ের মহত্ব সদা স্মরণে থাকে, ইমার্জ থাকে তবে সময়কে আরও বেশি সফল বানাতে পারো। সারাদিনে সাধারণ রূপে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ভুল নয় কিন্তু সাধারণ ভাবে। এরকমই সঙ্কল্পও খারাপ চলে না কিন্তু ব্যর্থ চলে যায়। এক ঘন্টার চেকিং করো, প্রতি ঘন্টায় সময় কিংবা সঙ্কল্প কত সাধারণ ভাবে চলে যায়! সঞ্চয় হয় না। তারপরেও বাপদাদা ইশারা দেন, বাপদাদাকেও তোমরা অনেক আশ্বাসবাণী শোনাও। বাবা, অল্প একটু এই সঙ্কল্প এসেছে শুধু, আর নেই। এই বিষয় সঙ্কল্পে কম চলে। আমি সম্পূর্ণ হয়ে যাবো, ঠিক হয়ে যাবে, এখন থোড়াই অন্ত সময় এসেছে, একটু সময় এখনো বাকি আছে। সময়ে সম্পন্ন হয়ে যাবো। কিন্তু বাপদাদা বারবার বলে দিয়েছেন যে, বহু সময়ের সঞ্চয় চাই। এমন নয় যে, জমার খাতা অন্তে সম্পন্ন করবে, সময় এলে তৈরি হয়ে যাবে! বহু

সময়ের সঞ্চয় বহু সময় ধরে চলে। উত্তরাধিকার নেওয়ার সময় তো সবাই বলে আমি লক্ষ্মী-নারায়ণ হবো। ত্রেতাযুগী হবে - এই ব্যাপারে যদি হাত তুলতে বলি তো কেউ হাত তুলবে না। আর যদি বলি লক্ষ্মী -নারায়ণ হবে তো সবাই হাত তোলে। যদি বহু সময়ের সঞ্চয়ের খাতা থাকবে তো পুরো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। যদি অল্পস্বল্প সঞ্চয় হয় তাহলে ফুল উত্তরাধিকার কীভাবে প্রাপ্ত হবে? সেইজন্য সমুদয় ভান্ডার যত জমা করতে পারো ততটা এখন থেকে জমা করো। হয়ে যাবে, এসে যাবে ... বে বে ক'রো না। "করতেই হবে" - এটা হলো দৃঢ়তা। অমৃতবেলায় যখন বসো, ভালো স্থিতিতে বসলে তখন মনে মনেই

অনেক প্রতিজ্ঞা করো তোমরা - এটা করবে, এটা করবে। চমৎকার করে দেখাবে... এটা তো ভালো ব্যাপার। শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প তোমরা করো কিন্তু বাপদাদা বলেন, এই সব প্রতিজ্ঞা কর্মোপযোগী বানাও। শুধু প্রতিজ্ঞা ক'রো না, বরং যা কিছু প্রতিজ্ঞা করো সেসব মন-বচন আর কর্মে প্রয়োগ করো। বাচ্চারা খুব ভালো ভালো সঙ্কল্প করে থাকে, বাপদাদা ওই সময় খুশি হন কেননা, সাহস রাখে তো না! এটা হবো, এটা করবো... খুব ভালো সাহস রাখে। তো সাহসের জন্য বাপদাদা খুশি হন। কিন্তু যখন কর্মে আসতে হয় তখন কখনো- কখনো হয়ে যায়। প্রতিজ্ঞা করা খুব সহজ। কিন্তু সেটা কর্মে প্রয়োগ করা মানে প্রতিজ্ঞা পালন করা। যারা প্রতিজ্ঞা করে তারা তো অনেক কিন্তু পালন করার ক্ষেত্রে নম্বরক্রম হয়ে যায়। সুতরাং সঙ্কল্প আর কর্মকে, প্লান এবং প্র্যাকটিক্যালি উভয়ই সমান বানাও। বানাতে পারো তো না? যারা বিজনেস করে তারা এসেছে। বিজনেসের লোকেরা কীভাবে বিজনেস করতে হয় জানে তো না! সঞ্চয় করতে জানো, তাই না! আর ইঞ্জিনিয়ার এবং বৈজ্ঞানিকও প্র্যাকটিক্যালি কাজ করে। আর যারা রুরাল (গ্রামীন), বাপদাদা তাদের 'রুলার' বলেন, কারণ যদি এরা সেবা না করতো তবে কেউ চালিয়ে যেতে পারত না। তো তিনটে উইং থেকে যারা এসেছে তারা কর্মে প্রয়োগ করে। তারা শুধু বলে না, করে। তো সব প্রতিজ্ঞা কর্মে প্রয়োগ করা আত্মা তোমরা, তাই তো না! নাকি শুধু প্রতিজ্ঞাই করো তোমরা? প্রতিজ্ঞার সময় তো বাপদাদাকে মনোবল দেখিয়ে খুশি করে দাও।বাপদাদার কাছে প্রত্যেক বাচ্চার প্রতিজ্ঞার ফাইল আছে। ওখানে (বতনে) প্রতিজ্ঞার ফাইল রাখার জন্য আলমারি কিংবা জায়গার তো কোনও ব্যাপার নেই। কখনো কখনো বাপদাদা নিজের অলৌকিক টি. ভি. অকস্মাৎ খোলেন। সদা খোলেন না, কখনো কখনো খোলেন তাইতো তিনি সব শুনতে পান। নিজেদের মধ্যে যে বার্তালাপ করো, তা'ও শোনেন। সেইজন্য বাপদাদা বলেন, সমস্ত ব্যর্থকে পরিবর্তন করে সঞ্চয়ের খাতায় জমা করো।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ অলৌকিক। ব্রাহ্মণ জীবনের মহত্ব অনেক বড়। প্রাপ্তি অনেক বড়। স্বমান অনেক বড় আর সঙ্গমের সময় বাবার হওয়া, সেটা বড় থেকে বড় পদ্মগুণ ভাগ্য। সেইজন্য বাপদাদা বলেন যে, সমস্ত ভান্ডারের মহত্ব বজায় রাখো। যেমন, ভাষণে অন্যদেরকে সঙ্গমযুগের কত মহিমা শুনাও! যদি তোমাদের কোনো টপিক দেওয়া হয় যে সঙ্গমযুগের মহিমা করো তো কত সময় করতে পারো? এক ঘন্টা করতে পারো? টিচার্স বলো। যারা করতে পারো তারা হাত তোলো। তো যেভাবে অন্যদেরকে মহত্ব শুনিয়ে থাকো, তোমরাও খুব ভালো ভাবে জানো এই সময়ের মহত্বকে। বাপদাদা এমন বলবেন না যে তোমরা জানো না। যখন শোনাতে পারো তখন তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো, তবেই তো শোনাও। এর যথার্থতা আছে নাকি মার্জ হয়ে যায়! তোমাদের স্মৃতি ইমার্জ রূপে থাকে - সেটা কখনো কম হয়ে যায়, কখনো বেশি। অতএব, তোমাদের ঈশ্বরীয় নেশা ইমার্জ রাখো। হ্যাঁ আমি তো হয়ে গেছি ... না! প্র্যাকটিক্যালি আমি এটাই ... এটা ইমার্জ রূপে থাকতে হবে। নিশ্চয় আছে, কিন্তু নিশ্চয়ের লক্ষণ হলো - 'অধ্যাত্ম নেশা'।

তো সবসময় যেন নেশা থাকে। আধ্যাত্মিক নেশা - আমি কে! এই নেশা ইমার্জ রূপে থাকবে তবে প্রতিটা সেকেন্ড জমা হতে থাকবে।

তো আজ বাপদাদা জমার খাতা দেখেছেন সেইজন্য আজ তোমাদের বিশেষ অ্যাটেনশন দিতে বলছেন যে, সময়ের সমাপ্তি অকস্মাৎ হবে। এটা ভেবো না যে আগে থেকেই জানতে পারবো, সময়মতো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যারা সময়ের আধার নেয় - সময় ঠিক করে দেবে কিংবা সময়ে সবকিছু হয়ে যাবে - তাদের টিচার কে? সময় নাকি স্বয়ং পরম-আত্মা? পরম-আত্মা দ্বারা সম্পন্ন হতে পারনি আর সময় সম্পন্ন বানাবে, তাহলে এটাকে কী বলবে? সময় তোমাদের মাস্টার নাকি পরমাত্মা তোমাদের শিক্ষক? সুতরাং ড্রামা অনুসারে যদি সময় তোমাদের শেখাবে অথবা সময়ের আধারে পরিবর্তন হবে, তো বাপদাদাও জানেন প্রালব্ধও তখন সময়মতো প্রাপ্ত হবে কেননা, সময় তোমাদের টিচার। সময় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তোমরা সময়ের অপেক্ষা ক'রো না। সে রচনা আর তোমরা রচয়িতা। সুতরাং রচনা যেন রচয়িতার অপেক্ষা করে, তোমরা মাস্টার রচয়িতা সময়ের অপেক্ষা ক'রো না। তাছাড়া, কঠিনই বা কী আছে? সহজকে নিজেরাই কঠিন বানাচ্ছ। নয় কঠিন, কঠিন তোমরা বানাও। যখন বাবা বলছেন যা কিছু বোঝা মনে হয় তা' বাবাকে দিয়ে দাও।

জানো না তা' কীভাবে দেবে! বোঝা উঠিয়েও থাকো আর ক্লান্তও হয়ে যাও, তারপরে আবার বাবাকে অনুযোগও করো - কী করবো, কীভাবে করবো...! নিজের উপরে বোঝা তোলই বা কেন? বাবা অফার করছেন - তোমাদের নিজেদের সব বোঝা বাবাকে হস্তান্তর করে দাও। ৬৩ জন্ম বোঝা তোলার অভ্যাস হয়ে গেছে তো না! তো অভ্যাসের বশ হয়ে যাও, সেইজন্য পরিশ্রম করতে হয়। কখনো সহজ, কখনো কঠিন। তোমাদের যে কোনো কাজ হয় সহজ হবে অথবা কঠিন। কখনো সহজ কখনো কঠিন কেন হয়? কোনো কারণ তো হবে, তাই না! কারণ হলো তোমরা অভ্যাসের বশীভূত হয়ে যাও, আর বাপদাদার তাঁর বাচ্চাদের পরিশ্রম করাটা অনেক বড় বিষয় বলে মনে হয়। ভালো লাগে না। মাস্টার সর্বশক্তিমান আর কঠিন? কী টাইটেল দাও নিজেদেরকে? মুশকিল যোগী নাকি সহজ যোগী? তা' নয়তো নিজের টাইটেল চেঞ্জ করো যে আমরা সহজ যোগী নই। কখনো তোমরা সহজ যোগী, কখনো মুশকিল যোগী? তাছাড়া যোগ আছেই বা কী! ব্যস্! স্মরণ করতে হবে, তাই না। আর পাওয়ারফুল যোগের সামনে মুশকিল হতেই পারে না। যোগ একাগ্রতার অগ্নি। যতই কঠিন জিনিস হোক, অগ্নি তাকে পরিবর্তন করে দেয়। লোহাও মোল্ড হয়ে যায়। একাগ্রতার এই অগ্নি কি কঠিনকে সহজ করতে পারবে না? কিছু কিছু বাচ্চা খুব ভালো ভালো কথা শুনিয়ে থাকে, বাবা কী করবো বায়ুমন্ডলই এরকম, সাথী এরকম। আমরা হাঁস, বকের মতো। কী করবো, পুরানো হিসেব-নিকেশ আছে। বাবাকে তোমরা খুব ভালো ভালো কথা বলো এরকম। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - তোমরা ব্রাহ্মণরা কোন্ ঠেকা (দায়িত্ব) নিয়েছ? ঠেকা তো নিয়েছো - বিশ্ব পরিবর্তন করবে তোমরা! তো যে বিশ্ব-পরিবর্তন করে সে নিজের মুশকিল মেটাতে পারে না?

তো আজ কী করবে? জমার খাতা বাড়াও। তাহলে যা তোমরা বলে থাকো সহজ যোগী, তা' অনুভব করবে। কখনো কঠিন, কখনো সহজ, এতে মজা নেই। ব্রাহ্মণ জীবনই মজার। সঙ্গমযুগ আনন্দানুভবের যুগ। বোঝা তোলার যুগ নয়। বোঝা নিচে নামানোর যুগ। তো চেক করো, নিজের ভাগ্যের ছবি নলেজের আয়নায় ভালোভাবে দেখ। আয়না আছে তো না? নাকি নেই? ভেঙে তো যায়নি না? সবার আয়না প্রাপ্ত হয়েছে, নাকি চুরি হয়ে গেছে? পান্ডব তো সামলানোতে হুঁশিয়ার, তাই না? আয়না আছে? হাত তো সবাই ভালোই তুলেছ। সেটা ভালো। ভাগ্যের ছবি দেখ আর সদা নিজের ভাগ্যের ছবি দেখে বাঃ-বাঃ এর গীত গাও। বাঃ আমার ভাগ্য! বাঃ আমার বাবা! বাঃ আমার পরিবার! পরিবারও বাঃ বাঃ! এমন নয় এ তো অনেক বাঃ বাঃ, এ' একটু এরকম! না! বাঃ আমার পরিবার! বাঃ আমার ভাগ্য! আর বাঃ আমার বাবা! ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ বাঃ-বাঃ! হায় হায় নয়। শারীরিক ব্যাধিতেও হায় নয়, বাঃ! এই বোঝাও নেমে যায়। যদি ১০ মণ থেকে তোমার ৩-৪ মণ বোঝা নেমে যায় তো ভালো, নাকি হায় হায়? কী হয়? বাঃ বোঝা নেমে গেছে! হায় আমার পার্টই এরকম! হায় আমার রোগ-ব্যাধি ছাড়ছেই না! তুমি ছাড়বে নাকি ব্যাধি ছাড়বে? বাঃ বাঃ যদি করতে থাক তো বাঃ বাঃ করায় ব্যাধিও খুশি হয়ে যাবে। দেখ, এখানেও এরকমই হয় তো না! কারও মহিমা যদি করে তো বাঃ বাঃ করে। সুতরাং ব্যাধিকেও বাঃ বাঃ বলো। হায় এটা আমার কাছেই কেন এলো, আমারই হিসেব! প্রাপ্তির সামনে হিসাব তো কিছুই না। সমস্ত প্রাপ্তির সামনে যদি হিসেব নিকেশ সামনে রাখো, তো সেটা কেমন লাগবে? খুব ছোট ব্যাপার মনে হবে। ব্রাহ্মণ জীবনের মানে তো হলো যা কিছুই হয়ে যায় যাক, সেটা পজিটিভ রূপে দেখ। নেগেটিভ থেকে পজিটিভ কীভাবে করতে হয় জানো তো না! নেগেটিভ- পজিটিভের কোর্সও তো করিয়ে থাকো, তাই না! তো সেই সময় নিজেকে নিজে কোর্স করাও তবে কঠিন সহজ হয়ে যাবে। মুশকিল শব্দ ব্রাহ্মণের ডিকশনারিতে থাকা উচিত নয়। আচ্ছা -

যে কোনও হিসেব আত্মার সাথে, শরীরের সাথে কিংবা প্রকৃতির সাথে; কেননা, প্রকৃতির পাঁচ তত্ত্বও অনেক বার মুশকিল অনুভব করায়। যে কোনো হিসেব-নিকেশ যোগ অগ্নিতে ভস্ম করে ফেলো। বুঝেছ কী করতে হবে? সঞ্চয়ের খাতা বাড়াও। বোলেও সাধারণ বোল নয়, বোলেও ভিন্ন ভিন্ন ভাব আর ভাবনা থাকে এবং বোল দ্বারা ভাব আর ভাবনার অভিপ্রায় বোঝাই যায়। সেইজন্য সদা যে বোলই বলো তা'তে আত্মিক ভাব এবং শুভ ও শ্রেষ্ঠ ভাবনা যেন থাকে। বোল এবং ভাবনা এরকম হতে দাও। মায়ার যে ভাবনা তা' হলো ঈর্ষা, খলতা, ঘৃণা... এগুলো মায়ার ভাবনা। সদা শুভ ভাব আর ভাবনা থাক। এরকম আছে তোমাদের? চেক করো। সময়ের ভান্ডার, জ্ঞানের ভান্ডার, গুণের ভান্ডার... একেকটা ভান্ডার চেক করো, কেননা প্রতিটি ভান্ডারের খাতা সঞ্চয় করতে হবে। এই সমুদয় ভান্ডারের খাতা পরিপূর্ণ হবে, তবে বলা যাবে ফুল মার্কস অর্থাৎ পাস উইথ অনার। এমন ভেবো না - একটা ভান্ডার যদি কম সঞ্চয় হয় তো কী আর ক্ষতি, কিন্তু পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য সমুদয় ভান্ডারের খাতা পরিপূর্ণ হতে হবে। আচ্ছা- যে এক সেকেন্ডে নিজের সঙ্কল্পকে যেখানে চাই, যে ভাবনা চাই সেই ভাবনা চলতে থাকে, এরকম যে ভাবে, সে হাত তোলো। এক সেকেন্ডে মাইন্ড কন্ট্রোল হয়ে যাবে, সেকেন্ডে এরকম হতে পারে? যদি করতে পারো তো হাত তোলো।

আচ্ছা - এই বায়ুমন্ডলে, মধুবনে বসে আছো। মধুবনের বায়ুমন্ডল পাওয়ারফুল। এই বায়ুমন্ডলে এই সময় মনকে কন্ট্রোল

করতে পারবে? হয় মিনিটে করো অথবা, সেকেন্ডে করো কিন্তু করতে পারবে? অর্ডার দাও মনকে, ব্যস্! আত্মা পরমধাম নিবাসী হয়ে যাও। দেখ মন অর্ডার মানে কি মানে না? (ড্রিল) আচ্ছা।

চতুর্দিকের সমুদয় ভান্ডারের মালিক বাচ্চাদের, সদা মুশকিলকে সেকেন্ডে পরিবর্তন করে যারা সদা সহজযোগী, সদা সঙ্কল্প, সময়, বোল, কর্মকে শ্রেষ্ঠ বানায়, যারা সদা সঞ্চয়ের খাতা বৃদ্ধি করে, সদা মনের মালিক, মন-বুদ্ধি-সংস্কার অর্ডারে চালায়, এমন স্বরাজ্য অধিকারী বাচ্চাদের, হয় তারা দেশে অথবা বিদেশে আছে কিন্তু হৃদয় থেকে দূরে নয়, চতুর্দিকের এমন বাচ্চাদের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদানঃ- মহোত্তম বাবা, মহোত্তম আমি এবং মহোত্তম কার্য এই স্মৃতির দ্বারা শক্তিশালী হয়ে বাবা সমান ভব

যেমন আজকালকার দুনিয়ায় কোনো ভি. আই. পি.র কেউ যদি বাচ্চা হয় তো সেও নিজেকে ভি.আই. পি. মনে করবে। কিন্তু বাবার থেকে মহোত্তম তো কেউ নেই। আমরা এমনই উঁচু হতে উঁচু বাবার সন্তান উঁচু আত্মা - এই স্মৃতি শক্তিশালী বানায়। উঁচু বাবা, উঁচু আমি এবং উঁচু কার্য - এই স্মৃতিতে যারা থাকে তারা বাবা সমান হয়ে যায়। সারা বিশ্বের সামনে শ্রেষ্ঠ আর উঁচু আত্মা তোমরা ব্যতীত অন্য কেউ নেই, সেইজন্য তোমাদেরই গায়ন আর পূজন হয়।

স্লোগানঃ- সম্পূর্ণতার দর্পণে সূক্ষ্ম আকর্ষণ চেক করো আর মুক্ত হও।

পদ্ম = ১,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;